প্রথম আলো

25 MAY 2017

চাকরির যুদ্ধে তরুণেরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে ভোর থে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চাকরিপ্রার্থী তরুণদের নিরুপদ্রব পড়ালেখার জায়গা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও শাহবাগের সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার। ভোর থেকে চাকরিপ্রার্থী তরুণদের একটা অংশ এই দুই গ্রন্থাগারের দিকে যেন ছুটতে থাকেন। সকাল সকাল এসে নিজেদের ব্যাগ রেখে গ্রন্থাগারের মূল ফটকের সামনে লাইন ধরেন। সকাল আটটায় গ্রন্থাগারের ফটক খুললে বই-পুস্তক নিয়ে ঢুকে পড়েন তাঁরা। এটি এখন এই দুই গ্রন্থাগারের প্রতিদিনের চিত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সামনে শিক্ষার্থীদের এই সারি মাঝেমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সড়কে পৌঁছে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী মোতাকাব্বির খান *প্রথম আলো*কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অচেনা কেউ এই লাইন দেখে বিস্মিত হতে পারেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে এটি নিয়মিত চিত্র। ফজরের নামাজের পরই এই লাইন শুরু হয়। তাঁদের বেশির ভাগই বিসিএসসহ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন গ্রন্থাগারে।

চাকরির পড়ার জায়গা হিসেবে গ্রন্থাগারকে বেছে নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'লাইব্রেরিতে পড়ার একটা পরিবেশ আছে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে মনোযোগ দেওয়াটাও সহজ হয়।'

একই চিত্র শাহবাগের সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারেও। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে দুই লাখের বেশি বই। প্রতিদিন এখানে পড়তে আসা পাঠকের সংখ্যা গড়ে তিন হাজার। তাঁদের সবাই মূলত চাকরির পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিচিত্র বিষয়ের দেশি-বিদেশি বইগুলোতে তেমন হাত পড়ে না তাঁদের।

গ্রন্থাগারে চাকরিপ্রার্থী পাঠকদের আধিক্যর বিষয়ে গ্রন্থাগারিক এ এইচ এম কামরুজ্জামান *প্রথম আলো*কে বলেন, পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে এই পরিবর্তনটি ঘটেছে।

গণগ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বলছে, তিন হাজার পাঠকের মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ছয়জন গ্রন্থাগার থেকে বই তোলেন। গ্রন্থাগারের নিবন্ধিত সদস্যসংখ্যা মাত্র ৮৭৬। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৩১৩। আর আছেন গ্রন্থাগারের ১২২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ মেজবাহ্-উল-ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, নিবন্ধিত সদস্যরাই গ্রন্থাগারের প্রাণ। প্রায় দুই কোটি মানুষের এই শহরে দেশের সবচেয়ে বড় গণগ্রন্থাগারের এই সদস্যসংখ্যা খুবই কম।

মেজবাহ্-উল-ইসলাম আরও বলেন, একটা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এর সদস্যরা সেখানে বসে পড়ালেখার পাশাপাশি বই সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন। এভাবে সদস্যদের পছন্দ ও চাহিদা অনুসারে কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারে বইয়ের সংগ্রহ বাড়ান।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের চারটি পাঠকক্ষের মোট আসনসংখ্যা ৫৭৬। সেখানে জায়গা পাওয়ার জন্য গ্রন্থাগার খোলার নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। গত মঙ্গলবার দুপুরে গ্রন্থাগারের শিশু-কিশোর পাঠকক্ষের বাইরে তিনটি পাঠকক্ষের একটিতেও চাকরিপ্রার্থী পাঠক ছাড়া অন্য পাঠকদের চোখে পড়েনি। এ সময় অন্তত ৩০ জন পাঠকের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তাঁরা প্রত্যেকে সঙ্গে করে আনা বিভিন্ন গাইড বই পড়ছিলেন।

মো. তরিকুল ইসলাম নামে এক পাঠক জানান, দেড় বছর ধরে নিয়মিত এই গ্রন্থাগারে আসেন তিনি। তিনি মূলত বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। এর বাইরে অন্য কোনো বই এ সময়ে তিনি পড়েননি।

এ বিষয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আশীষ কুমার সরকার বলেন, আগে টিকে থাকার ব্যাপার। পরে সুকুমারবৃত্তির প্রশ্ন। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে এখানে আসা বেশির ভাগ তরুণ চাকরির পড়াশোনাই করেন।

সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর